দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... MAR 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

আশা নিরাশার দোলাচলে শান্তিডাঙ্গার ক্যাম্পাস

৭ দিনের দীর্ঘ বন্ধের পর বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে গত ২৭ জানুয়ারী। কিন্তু এর পূর্বদিন অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারী সংঘটিত ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সহিংসতা, গুলী-বোমা বিস্ফোরণ, অস্ত্র উদ্ধার ও গ্রেফতারের ঘটনায় পরিস্থিতি হয়ে উঠে বিস্ফোরণোন্মুখ। থমথমে অবস্থা এখনও ক্যাম্পাস জুড়ে। অধিকাংশ এলাকা শিবিরের দখলে। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের পদচারণা এখনও অনিয়মিত। বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতির কারণে বড় ধরনের সহিংস ঘটনা জন্ম না নিলেও সশস্ত্র মহড়া অব্যাহত থাকায় সে আশংকা থেমে যায়নি। অস্ত্র উদ্ধার করা হচ্ছে না। চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা দাপট দেখাচ্ছে অবাধে। গোপনে অস্ত্র কিনে, ভাড়াটে মাস্তান গ্রুপ ভাড়া করে সংঘর্ষের প্রস্তুতি চলছে সাড়ম্বরে। যদিও মিছিল-মিটিং-সমাবেশ কিংবা আলোচনার টেবিলে নেতাদের মুখে শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নে শান্তি-সম্প্রীতি আর সহযোগিতার আশ্বাসের খৈ ফুটছে। এই দ্বিমুখী অবস্থান আর আচরণের কারণে সকলের মনেই রয়েছে শংকা– এই বুঝি বাধলো গন্ডগোল, ফুটলো গুলী, পড়লো লাশ, বন্ধ হলো ক্যাম্পাস!

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

কার্যক্রম পুরাটাই গতানুগতিক ধারায় হওয়ায় অসংখ্য 'স্পর্শকাতর বিষয়ে ভরা' সমঝোতার বিষয়টিতে তেমন ফল আসছে না। ছাত্র সংগঠনগুলো সমঝোতা কমিটিকে নানা মুখরোচক প্রতিশ্রুতি দিলেও পাশাপাশি পরস্পরকে মোকাবেলা করে ক্যাম্পাসে স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ সশস্ত্র প্রস্তুতি সমানে চালিয়ে যাচ্ছে।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজুক পরিস্থিতির জন্য প্রক্টরিয়াল কমিটিও কম দায়ী নয়। ঢাকঢোল পিটিয়ে নানা আইন-কানুন, রীতি-নীতি আর বিধিনিষেধের ঘোষণা দেয়ার পর সেসব আইন ভঙ্গ/অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা না নেয়ায় বিগত বেশ কিছুদিন ধরে এই কমিটির কার্যক্রম নিয়ে বড় রকমের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। গত ৩০ জানুয়ারী ছাত্রদল কর্মীরা ক্যাম্পাসে আরোপিত রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল-অবরোধ করলেও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা চোখে পড়েনি। মোটকথা ক্যাম্পাসের পরিবেশ নির্বিঘ্ন করার বিষয়টি হেলা-ফেলা আর অনিশ্চয়তার মাঝে কেটে যাচ্ছে। শুধুই পিছিয়ে পড়ছে আমাদের স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়। পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, স্বয়ং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ প্রশাসনই ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ

বিভিন্ন সময়ে নানা সহিংসতার পর পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বে বিবদমান দলসমূহের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ ও দাবী-দাওয়া অব্যাহত থাকলেও তা উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। অবশ্য এবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর কর্তৃপক্ষ প্রধান বিবদমান সংগঠন ছাত্রলীগ এবং ছাত্র শিবিরের মধ্যে একটি স্থায়ী সমঝোতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা শুরু করেছে। ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর কায়েস উদ্দিন বিভিন্ন অনুষদের ডীন, প্রক্টর, ছাত্র উপদেষ্টা, আইন উপদেষ্টা ও সিনিয়র রাজনৈতিক অবস্থানের শিক্ষকদের দায়িত্ব দিয়েছেন সমঝোতার ব্যাপারে। তবে এবারের সমঝোতা কমিটি গঠন ও ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণে দ্বিধান্বিত। পরামর্শনির্ভর এই প্রশাসনের পদক্ষেপে কঠোরতার গন্ধ নেই। নেই আশার আলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম চালিকাশক্তি শিক্ষকদের একাংশ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সরাসরি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্যাম্পাসে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে। কিন্তু অপর একটি স্বার্থবাদী শিক্ষকগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে তথাকথিত 'সমঝোতা প্রয়াস'সহ বিভিন্ন প্রকার সময় সাপেক্ষ বিষয় নিয়ে এগিয়ে যাবার পক্ষে। ❑ হোসেন আল মামুন